চতুর্থ অধ্যায়: মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ▶১ মি. কানন, জনি ও রনি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। মি. কানন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন ও ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেন। মি. জনি মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু পরিচালনায় অংশ নেন না। মি. রনি মূলধন বিনিয়োগ করেন না আবার পরিচালনায়ও অংশ নেন না। তবে ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। হঠাৎ মি. কানন মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে কর্তব্য পালনে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হন। *◀ শিখনফল-৩ ও ৪*

ক. বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতির নাম কী? ১

খ. প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রনি কোন ধরনের অংশীদার? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায়টি টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতির নাম হলো- রচডেল সমবায় সমিতি।

খ প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে পার্থক্য নিচে লেখা হলো—

প্রাথমিক সমবায় সমিতি	কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি
প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা হবে ন্যূনতম ২০ জন একক ব্যক্তি।	কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সদস্য হবে অন্তত ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
এর উদ্দেশ্য হলো বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	এর উদ্দেশ্য হলো উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা দেওয়া এবং সমন্বয় সাধন করা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রনি একজন নামমাত্র অংশীদার।

এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না। এরা চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশের বিনিময়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এরূপ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় না এবং তাদের দায় সসীম।

উদ্দীপকের মি. রনি এ ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করেন নি। তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেন না। কিন্তু ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার সুনাম এ ব্যবসায়ে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এ ব্যবসায়ে তার দায় অন্য অংশীদারদের মতো অসীম নয়। তাই বলা যায়, মি. রনি একজন নামমাত্র অংশীদার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায়টি আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন করতে হবে বলে এর টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই।

অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুযায়ী আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হয়। সাধারণত কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃত হলে বা দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি অসমর্থ হলে আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হয়।

উদ্দীপকে মি. কানন, জনি ও রনি একটি অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। মি. কানন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন ও পরিচালনায় অংশ নেন। কিন্তু হঠাৎ তার মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়। ফলে তিনি তার দায়িত্ব পালনে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হন।

অংশীদারি আইন অনুযায়ী বর্তমানে ব্যবসায়টির আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন হবে। কারণ এ ব্যবসায়ের একজন সদস্য মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। এ অবস্থায় অন্য সদস্যের পক্ষে ব্যবসায়টি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অংশীদারি ব্যবসায়টির বিলোপসাধন হবে বলে টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন ▶২ বি.কম পাসের পর সুজন এবং আদিল দুই বন্ধু মিলে এস.এ. ট্রেডার্স নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। ব্যবসায় গঠনে তারা বেশকিছু সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু তাদের চুক্তি আইনের চোখে মূল্যহীন হওয়ায় ব্যবসায় পরিচালনায় তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. চুক্তি কী? ১

খ. অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুজন এবং আদিল অংশীদারি ব্যবসায় গঠনে কীরূপ সুবিধা ভোগ করতে পারেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুজন এবং আদিল অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মূল কারণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তি হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার নির্দিষ্ট উপায়ে কোনো কাজ করার অঙ্গীকার।

খ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকারের মাধ্যমে নিয়োজিত নিবন্ধকের অফিসে অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝায়।

এ ব্যবসায় নিবন্ধন করা থাকলে পাওনা আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। এছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। আবার, তৃতীয় পক্ষকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায় অনিবন্ধিত হলে এসব সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ই উত্তম।

গ সুজন এবং আদিল অংশীদারি চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ে সহজ গঠন, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, ঝুঁকি বণ্টন, প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রভৃতি সুবিধা পাবে।

চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। তবে এর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। কয়েকজন মিলে মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। এতে অংশীদারদের ঝুঁকি কম থাকে। এছাড়া দলবদ্ধভাবে কাজ করায় এতে সফলতার সুযোগ বেশি থাকে।

উদ্দীপকের সুজন এবং আদিল বি.কম পাসের পর একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হওয়ায় তারা সহজেই ব্যবসায় গঠন করতে পারবেন। এতে তারা দু'জনই মূলধন সরবরাহ করতে পারবেন। ফলে তাদের একক ঝুঁকি থাকবে না। এছাড়া তারা চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন। এতে কোনো ঝামেলা তৈরির সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে লাভ বা লোকসান তারা দু'জনেই বহন করবেন। তাই বলা যায়, অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনে সুজন ও আদিল সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুবিধা পাবেন।

ঘ সুজন ও আদিল অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মূল কারণ তাদের ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করানো।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে অংশীদারি চুক্তিপত্রের নিবন্ধনকে বোঝায়। এর মাধ্যমে নিবন্ধকের অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করলে এর পরিচালনায় কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সুজন ও আদিল বি.কম পাস করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করেন। চুক্তির মাধ্যমে তারা এই ব্যবসায়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আইনের দৃষ্টিতে তাদের চুক্তি মূল্যহীন। কারণ তারা চুক্তিপত্রের নিবন্ধন করেননি। ফলে তারা ব্যবসায় পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন অংশীদারি আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায়ের চেয়ে কিছু বেশি সুবিধা পায়। নিবন্ধন করা থাকলে অংশীদাররা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। এছাড়া অংশীদাররা প্রয়োজনে অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। উদ্দীপকের ব্যবসায়টিও নিবন্ধন করা হয়নি। ফলে তারা কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। আবার, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারবে না। অতএব, নিবন্ধনের অভাবেই সুজন ও আদিলের ব্যবসায়টি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৩ মনিপুর গার্মেন্টস-এর শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থে একটি বিপণি বিতান গড়ে তুলেছে। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে। নিজেদের মধ্যে তারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। এতে তারা সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে। *◀ শিখনফল-৮*

ক. জীবন বীমা কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম কী? ১

খ. সমবায়ের প্রধান নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমবায় সমিতির কোন নীতির কারণে শ্রমিকরা নির্বাচনে সমানভাবে অংশ নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমবায় সমিতি গঠন করে শ্রমিকরা কীভাবে উপকৃত হয় বলে তুমি মনে করো? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবন বীমা কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম হলো অর্থ মন্ত্রণালয়।

খ সমবায়ের প্রধান নীতিটি হলো একতা।

এ নীতির ভিত্তিতে সমবায় ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে। সমমনা, সমপেশা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমশ্রেণির লোকদের একতাই হলো এ নীতির মূলকথা। প্রত্যেক সমবায় সদস্যকে বুঝতে হয় একতাই বল। তাই এটি বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ থেকে সদস্যদের বিরত থাকা আবশ্যক।

গ সমবায় সমিতির গণতান্ত্রিক 'মূল্যবোধ ও চেতনা' নীতির কারণে শ্রমিকরা নির্বাচনে সমানভাবে অংশ নেয়।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থাকে বোঝায়। এ নীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের নির্বাচনে সকল সদস্য সমানভাবে অংশ নিতে ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ কম বেশি থাকলেও ভোটাধিকার ও মত প্রকাশে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। উদ্দীপকে মনিপুর গার্মেন্টস-এর শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থে একটি বিপণি বিতান গড়ে তুলেছে। তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে। এ সমিতিতে যখন নির্বাচন হয় তখন প্রত্যেক সদস্য সমানভাবে অংশ নেয়। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ যাই হোক না কেন প্রত্যেক সদস্য একটি করে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এ সমিতির প্রত্যেক সদস্য নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করে। প্রত্যেক সদস্যের নির্বাচনে অংশ নেওয়ারও সমান অধিকার আছে। তাই বলা যায়, সমবায় সমিতিটিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা নীতির কারণে শ্রমিকরা নির্বাচনে অংশ নেয়।

ঘ উদ্দীপকের সমবায় সমিতিটি ভোক্তা সমবায় সমিতি, যা তাদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনার সুবিধা দিচ্ছে বলে আমি মনে করি।

ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে নিজেদের প্রচেষ্টায় ভোক্তা সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য হাতে পাওয়া।

উদ্দীপকে মনিপুর গার্মেন্টস-এর শ্রমিকরা একটি বিপণি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। সেখানে তারা নিজেরাই মালিক এবং নিজেরাই ক্রেতা। সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে পণ্য কেনা-বেচা করে। এতে তারা সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে।

এ সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। অন্যদিকে, এ বিপণি থেকে অর্জিত মুনাফাও তারা ভোগ করতে পারে। এ সমিতিতে সদস্য ক্রেতাদের মধ্যে বার্ষিক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য অনুসারে মুনাফা বণ্টন করা হয়। সমিতির সদস্যগণ এভাবে তাদের আর্থিক কল্যাণ করছে। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকের ভোক্তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৪ কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র তার নিজের হাতে রেখে থাকে। জনসাধারণের কল্যাণের কথা ও নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে রাষ্ট্র এমনটি করে। সম্পদের সুষম বণ্টন ও শিল্পায়নকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র এ সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে থাকে। *◀ শিখনফল-৯*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা নয় জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেয়" —উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।

বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে যেসব (যেমন: একমালিকানা, অংশীদারি, যৌথ মূলধনী) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। এরূপ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করা। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

গ "রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা নয় জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেয়"— উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি জনকল্যাণ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়।

সরকারের দায়িত্ব জনগণকে সেবা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনগণের জন্য সরকারের পক্ষে কাজ করে। অন্যান্য ব্যবসায় মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করে। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেয় না। কারণ এ ব্যবসায় জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরের পর বছর লোকসান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের অনেক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকার ভর্তুকি দিয়ে চালু রেখেছে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের পক্ষে জনগণকে সেবা দিচ্ছে। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা নয় বরং জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেয়।

ঘ 'অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে'— উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় সাধারণত রাষ্ট্র প্রধানের অধ্যাদেশ বা জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। এছাড়া সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমে গঠন করা যায়।

রাষ্ট্র কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার নিজের হাতে রাখে। এর উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণসাধন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্র সম্পদের সুষম বণ্টন ও শিল্পায়নকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

অন্যান্য ব্যবসায়ের (একমালিকানা, অংশীদারি) মূলধন উদ্যোক্তারা সরবরাহ করে। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূলধন সরকার ও জনগণ সরবরাহ করে। এ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ করা। এতে লাভ হলে তা সরকারি তহবিলে জমা হয় এবং জনকল্যাণে ব্যয় হয়। আর লোকসান হলে তা সরকার বহন করে। এ জাতীয় ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য সরকারকে জাতীয় সংসদের কাছ জবাবদিহি করতে হয়। এবস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে অন্যান্য ব্যবসায় থেকে আলাদা করা যায়।

প্রশ্ন ▶৫ খুলনার মি. জাফর একজন বেকার যুবক। তিনি লেখাপড়া শেষ করে চাকরির সন্ধান না করে একটি মুদি দোকান শুরু করেন। জনগণের ব্যাপক চাহিদার কথা ভেবে তিনি ব্যবসায়টিকে বড় করতে চাইলেন। এজন্য তিনি তার এক বন্ধুকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে নিয়োগ করলেন। *◀ শিখনফল-২ ও ৩*

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী? ১

খ. সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব জাফরের প্রথম ব্যবসায়টি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব জাফরের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপটি মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

খ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমমনা ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে যে সমিতি গড়ে তোলে, তাকে সমবায় সংগঠন বলে।

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চিন্তা থেকেই সমবায়ের উৎপত্তি। কারণ, শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠনের কারণে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত মজবুত হয়। এর প্রভাবে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিতে থাকে। স্বল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিকভাবে দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। এ জাতীয় বৈষম্য দূর করার জন্যই সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে।

গ জনাব জাফরের প্রথম ব্যবসায়টি হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

এ ধরনের ব্যবসায় একক ব্যক্তির মালিকানায় এবং তার লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ ব্যবসায়ে মালিক নিজেই মূলধন সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি মালিককে বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব জাফর স্বল্প পুঁজি নিয়ে একটি মুদি দোকান শুরু করেন। মুদি দোকান একমালিকানা ব্যবসায়ের একটি উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি জনাব জাফরকে বহন করতে হয়। এ ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্বও তার। তার দায় অসীম এবং ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। জনাব জাফর নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং তিনিই লাভ-ক্ষতির অধিকারী হন। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, তিনি একমালিকানা ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন।

ঘ জনাব জাফরের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অংশীদারি ব্যবসায় স্থাপনের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে এ ব্যবসায় গঠন করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অংশীদারগণ লাভ-ক্ষতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

উদ্দীপকের জনাব জাফর প্রথমে মুদি দোকান শুরু করেন। এটি একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত। তার ব্যবসায় অনেক ছোট এবং পুঁজি অনেক কম। তাই তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করেন। তিনি তার বন্ধুকে ব্যবসায়ের অংশীদার করেন। ফলে তার ব্যবসায়টি অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে জনাব জাফর বেশি মূলধন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যবসায়ের ঝুঁকি তিনি তার বন্ধু ও নিজের মধ্যে ভাগ করে নেন। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ও যৌথ সিদ্ধান্ত তাদের ব্যবসায়ের দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করবে। এতে তাদের ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়বে। তাই বলা যায়, ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য জনাব জাফরের গৃহীত পদক্ষেপটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ রহিম ও তার তিন বন্ধু মিলে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে নিজেদের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় কারখানার অর্থের সংকট মোকাবেলার জন্য সকল সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটি মালিকানা সদস্য বাড়ালো এবং মূলধন বাজারের সদস্য হয়ে জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিল। *◀ শিখনফল-৩ ও ৫*

ক. প্রবর্তক কী? ১

খ. 'অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম ও তার বন্ধুদের প্রথম পর্যায়ে কোন ধরনের সংগঠন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় নেওয়া পদক্ষেপটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি ব্যবসায় গঠনের উদ্যোগ নেন তাকে প্রবর্তক বলে।

খ চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি।

এর মাধ্যমে অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এরূপ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। এ চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা লিখিত ও নিবন্ধিত যেকোনো ধরনের হতে পারে। চুক্তি থেকেই অংশীদারিত্ব তৈরি হয় বলে একে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি বলা হয়।

গ রহিম ও তার বন্ধুদের প্রথম পর্যায়ের সংগঠনটি হলো অংশীদারি ব্যবসায়।

চুক্তি অনুযায়ী এ ধরনের ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়। এরূপ ব্যবসায়ে সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুইজন ও সর্বোচ্চ বিশজন হয়।

উদ্দীপকের রহিম ও তার তিন বন্ধু সমঝোতার ভিত্তিতে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। তারা চুক্তির ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তাদের ব্যবসায়ে সদস্য সংখ্যা চারজন। চুক্তি অনুযায়ী তাদের ব্যবসায় পরিচালিত হয়। আবার, এর ভিত্তিতেই তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বণ্টন করেন। ব্যবসায়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা তা চুক্তি অনুযায়ী সমাধান করেন। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ের মিল আছে। সুতরাং, রহিম ও তার বন্ধুদের প্রথম পর্যায়ের সংগঠনটি অংশীদারি ব্যবসায় ছিল।

ঘ আর্থিক সংকট মোকাবেলায় উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের পদক্ষেপটি যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এ কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সাতজন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এটি মূলধন বাজারের সদস্য হয়ে জনগণকে শেয়ার কেনার আহ্বান জানাতে পারে। এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

উদ্দীপকের রহিম ও তার বন্ধুরা একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারা কারখানার অর্থের সংকট মোকাবেলার জন্য সকল সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা সদস্য বাড়ালো। তারা মূলধন বাজারের সদস্য হয়ে জনগণের শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিল।

এর মাধ্যমে রহিম ও তার বন্ধুরা ব্যবসায়টি অংশীদারি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তন করবে। অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় মূলধনের পরিমাণও কম হয়। তাই তারা ব্যবসায়ের কাঠামো পরিবর্তন করে জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেয়। ফলে তারা বেশি মূলধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে। পর্যাপ্ত মূলধন থাকলে তারা কারখানার অর্থের সংকট সহজে মোকাবেলা করতে পারবে। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় নেওয়া পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব শাওন শিকদার কুষ্টিয়া শহরে গার্মেন্টস কাপড়ের ব্যবসায় করেন। ব্যবসায়ের মূলধন নিজেই সংগ্রহ করেন। ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও দায় নিজেই ভোগ করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তিনি নতুন করে পরিকল্পনা করছেন। ◀ *শিখনফল-২*

ক. শিল্প কী? ১

খ. উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শাওন শিকদার কুষ্টিয়া শহরে কাপড়ের ব্যবসায় করে কী সুবিধা পাচ্ছেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একমালিকানা ব্যবসায় কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ বা কাঁচামাল আহরণ করে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করা হয়, তাকে শিল্প বলে।

খ যে শিল্পের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্প। অন্যদিকে যে শিল্পের মূলধন ১০ কোটি টাকার বেশি এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প।

ক্ষুদ্র শিল্পের সদস্য সংখ্যা সাধারণত ২৫ থেকে ৯৯ জন হয়। আর মাঝারি শিল্পে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্র হলো— বস্ত্রশিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, বন শিল্প, হিমাগার শিল্প প্রভৃতি। দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ দুটি শিল্পের অবদান অপরিসীম।

গ জনাব শাওন শিকদার কুষ্টিয়া শহরে কাপড়ের ব্যবসায় করে অবস্থানগত সুবিধা পাচ্ছেন।

একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করা অত্যন্ত সহজ। এরূপ ব্যবসায় গ্রাম-গঞ্জের, শহর-বন্দরের যেকোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ ধরনের ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ স্থান নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না।

উদ্দীপকের জনাব শাওন শিকদার গার্মেন্টস কাপড়ের ব্যবসায় করেন। তিনি এ ব্যবসায়টি কুষ্টিয়া শহরে স্থাপন করেন। এ কারণে তিনি অবস্থানগত সুবিধা পাবেন। কারণ শহরে গ্রামের চেয়ে লোক সমাগম বেশি। আর এখানকার জনগণের মাথাপিছু আয়ও গ্রামের জনগণের চেয়ে বেশি। তাদের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত বলে তারা কাপড় কেনার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করে। এতে জনাব শাওন শিকদারের কাপড় বেশি বিক্রির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ফলে তিনি লাভবান হচ্ছেন। তাই বলা যায়, জনাব শাওন শিকদার কুষ্টিয়া শহরে কাপড়ের ব্যবসায় করে অবস্থানগত সুবিধা পাচ্ছেন।

ঘ একমালিকানা ব্যবসায় পচনশীল জাতীয় পণ্য, কৃষিজাত পণ্য, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়, প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের ব্যবসায় একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যে কেউ স্বল্পপুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তাই একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক।

উদ্দীপকের জনাব শাওন শিকদার গার্মেন্টস কাপড়ের ব্যবসায় করেন। তিনি ব্যবসায়ের মূলধন নিজেই সংগ্রহ করেন। ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি তিনি নিজেই ভোগ করেন। এতে বোঝা যায়, তিনি একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে স্বল্পপুঁজি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় উপযুক্ত। যেমন : পানের দোকান, সবজির দোকান, চালের দোকান ও ওষুধের দোকান। ঝুঁকি কম বলে এগুলো একমালিকানা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। পচনশীল পণ্য যেমন : ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস প্রভৃতির জন্যও একমালিকানা ব্যবসায় উত্তম। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় যেমন : চায়ের দোকান, ছোট খাবারের দোকান, মৃৎশিল্পের দোকান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এটি গঠন সহজ। এছাড়া প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায় যেমন : লন্ড্রি, সেলুন, বিউটি পার্লার প্রভৃতি একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পেশাদার ব্যবসায়, সীমিত চাহিদার পণ্যের ব্যবসায় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় উপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ৮ জিসান ও সিজান দুই ভাই একত্রে দিনাজপুরে চালের ব্যবসায় করেন। ব্যবসায়ের মূলধন দুজনে মিলে সংগ্রহ করেন। ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি সমানভাবে বণ্টন করেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়। চুক্তিটি লিখিত ও নিবন্ধিত করা হয়। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তারা নতুন করে পরিকল্পনা করছেন। ◀ *শিখনফল-৩ ও ৪*

ক. অংশীদারি ব্যবসায় কী? ১

খ. সীমিত অংশীদার কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জিসান ও সিজান দুই ভাই কিসের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জিসান ও সিজান দুই ভাই ব্যবসায়ের চুক্তিটি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়ায় কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গড়ে তোলে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

খ যে অংশীদারের দায় চুক্তি অনুযায়ী বা আইনগত কারণে মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সীমিত অংশীদার বলে।

এরূপ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় না। এরা ব্যবসায় থেকে চুক্তি অনুযায়ী লাভ-লোকসান ভোগ করে। এদের দায় ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। চুক্তি অনুযায়ী সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে এরূপ অংশীদারকে ব্যবসায়ে নেওয়া হয়।

গ জিসান ও সিজান দুই ভাই চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন করেন।

চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। এর ভিত্তিতে ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ, লাভ-লোকসান বণ্টন এবং যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হয়। এটি ছাড়া কোনো অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না।

উদ্দীপকের জিসান ও সিজান দুই ভাই একসাথে দিনাজপুরে চালের ব্যবসায় করেন। তারা ব্যবসায় শুরুর আগে দুজনের মধ্যে একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী তারা এ ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করেন। চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির বণ্টনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে তারা তা সমানভাবে ভাগ করেন। আবার লোকসান হলেও তা সমানভাবে বহন করেন। চুক্তি অনুযায়ী তারা ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। তাই বলা যায়, জিসান ও সিজান চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি বণ্টন করেন।

ঘ জিসান ও সিজান দুই ভাইয়ের ব্যবসায়ের চুক্তিটি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়ায় তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা এবং তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা সংক্রান্ত সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে।

লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে। এটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। আর এ ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্তকরণকে বোঝায়। এ ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নিবন্ধিত ব্যবসায়গুলো কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পায়।

উদ্দীপকের জিসান ও সিজান দুই ভাই চুক্তির ভিত্তিতে দিনাজপুরে চালের ব্যবসায় শুরু করেন। তারা লিখিত চুক্তি করেন এবং তাদের ব্যবসায়টি নিবন্ধন করেন।

জিসান ও সিজান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার এবং ভবিষ্যতে বিরোধ মীমাংসা করার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে লিখিতভাবে তুলে ধরেন। ফলে তাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনো বিভেদ বা মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তা চুক্তি অনুসারে সমাধান করতে পারবেন। আর তাদের ব্যবসায়টি নিবন্ধিত হওয়ায় তারা চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে বা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। তারা তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্যও মামলা করতে পারেন। এমনকি তারা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা পাওনা দাবিও করতে পারবেন। সুতরাং, জিসান ও সিজানের ব্যবসায়টি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়ায় তারা উপরিউক্ত সুবিধাগুলো ভোগ করবেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ স্বপনপুর গ্রামে ২৫ জন নিরক্ষর চাষী একত্রিত হয়ে আইন অনুযায়ী একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনের তারা প্রতিটি কাজ পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করে। ফলে তাদের সংগঠনটি সফলভাবে পরিচালিত হয়। ◀ *শিখনফল-৭ ও ৮*

ক. ঘুমন্ত অংশীদার বলতে কী বোঝ? ১

খ. 'স্মারকলিপি কোম্পানির মূল্যবান দলিল'-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনটি সফলভাবে পরিচালিত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় না কিন্তু বিনিয়োগ করে, ঝুঁকি ও মুনাফা নেয় তাকে ঘুমন্ত অংশীদার বলে।

খ স্মারকলিপি হলো কোম্পানির মূল্যবান দলিল, যাতে কোম্পানির মৌলিক বিষয়াবলি লিপিবদ্ধ থাকে।

কোম্পানির মূল দলিল হিসেবে স্মারকলিপিতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন, দায় ও সদস্যদের সম্মতি উল্লেখ থাকে। এর মাধ্যমে কোম্পানি তৃতীয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এটি ছাড়া কোনো কোম্পানি সরকারি অনুমতি পায় না। এজন্য একে কোম্পানির মূল্যবান দলিল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি হলো সমবায় সমিতি।

কয়েকজন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমমনা ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এ সমিতি গঠন করে। এ ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। এটি সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী গঠিত হয়।

উদ্দীপকে স্বপনপুর গ্রামে ২৫ জন নিরক্ষর চাষী একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এটি তারা সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী গঠন করে। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। তারা মুনাফা অর্জনের জন্য এটি গঠন করেননি। তাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। তারা পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায়টি পরিচালনা করেন। তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা একতাই বল নীতির ভিত্তিতে কাজ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সমবায় সংগঠনের মিল পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি হলো সমবায় সমিতি।

ঘ উদ্দীপকের সংগঠনটি পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় সফল হয়েছে।

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও সহানুভূতি এর সফলতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকের স্বপনপুর গ্রামে ২৫ জন নিরক্ষর চাষী একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ তারা পরস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করে। তারা একা কাজ না করে সবাই মিলে করে।

সমিতিটিতে চাষিরা সমঝোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়। এ কারণে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় না। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠানটিকে সফলভাবে পরিচালনায় সহায়তা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটি পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করায় সফলতা লাভ করে।

প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶১০ আজ থেকে পনেরো বছর আগে রাশেদ সাতজন বন্ধুকে এক সাথে নিয়ে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ছোট একটি ওষুধ কোম্পানি গঠন করেছিলেন। ব্যবসায় ভালো করায় এর প্রসার যেমনি হয়েছে তেমনি বেশ ক'জন বিনিয়োগকারীও তাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছেন। পাঁচ বছর আগে তারা বাজারে শেয়ার ছাড়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের ধরনে পরিবর্তন এনেছেন। ইতোমধ্যে তারা একটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *◀ শিখনফল-৫ ও ৬*

ক. একতাই বল কোন সংগঠনের মূলমন্ত্র? ১

খ. যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাশেদের প্রথম গঠিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাশেদের প্রতিষ্ঠানটির নতুন রূপ কীভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একতাই বল সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র

খ কয়েকজন ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে স্বেচ্ছায় আইনসম্মতভাবে যে ব্যবসায় গঠন করে, তাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে।

এ ধরনের ব্যবসায় করতে আগ্রহী কয়েকজন ব্যক্তি একান্ত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ হয়ে কোম্পানি গঠন করে। যেকোনো সদস্য ইচ্ছা করলে শেয়ার হস্তান্তর করে সহজে এ ব্যবসায় ছেড়ে যেতে পারে। আবার, কেউ ইচ্ছা করলে শেয়ার কেনার মাধ্যমে এ ব্যবসায়ের সদস্য পদ পেতে পারে। তাই যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলা হয়।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্য লেখো।

ঘ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ভূমিকা লেখো।

প্রশ্ন ▶১১ আসাদ, আজাদ এবং আবিদ তিন বন্ধুর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'ত্রয়ী' ফ্যাশন হাউস এবং এটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। তাদের সম্পর্ক লিখিত চুক্তি ভিত্তিক। 'ত্রয়ী' ব্যবসায় সফল হয়। কিন্তু আবিদ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হতে চায়। তাই সে ব্যবসায় ছেড়ে দিতে চাইল। *◀ শিখনফল-৪*

ক. বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায় কত সালের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? ১

খ. ব্যবসায়ে মালিকের দায় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ত্রয়ীর' কোন ধরনের বিলোপসাধন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তিন বন্ধুর দেনা-পাওনার মীমাংসা কীভাবে হবে? কী ধরনের সমস্যা এক্ষেত্রে দেখা দেবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায় ১৯৩২ সালের আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।

খ ব্যবসায় পরিচালনার সময় যে দেনা সৃষ্টি হয় তা পরিশোধে মালিকের দায়বদ্ধতা হলো ব্যবসায়ের প্রতি মালিকের দায়।

একটি ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকের আর্থিক দেনা সৃষ্টি হয়। আর ব্যবসায়ের ধরন অনুযায়ী সেগুলোর ভিন্নতা থাকে। একমালিকানা ব্যবসায়ে অংশীদাররা ব্যক্তিগতভাবে দায় পরিশোধে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের দায় মালিকদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ হয়।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন সম্পর্কে লেখো।

ঘ সদস্যদের দেনা-পাওনা মীমাংসায় অংশীদারি চুক্তিপত্রের ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ▶১২ মি. কামাল আহমেদ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একজন অধিবাসী। তিনি ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্তে সতের জন প্রতিবেশী নিয়ে 'বন্ধন' নামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমিতি গঠনের পর নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু নিবন্ধক এ সমিতি নিবন্ধনের অসম্মতি প্রকাশ করলেন। *◀ শিখনফল-৭*

ক. BARD কী? ১

খ. নারী উদ্যোক্তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'বন্ধন' নামক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সমিতি? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অসম্মতির কারণ যৌক্তিক হয়েছে বলে কি তুমি মনে করো? ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ড. আক্তার হামিদ খান ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তা-ই BARD নামে পরিচিত।

সহায়ক তথ্য

BARD-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Academy for Rural Development.

খ কোনো নারী ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করলে তাকে নারী উদ্যোক্তা বলে।

নারী উদ্যোক্তা হতে হলে কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা অংশীদারি বা কোম্পানি সংগঠনের ক্ষেত্রে ৫১% শেয়ারের মালিক হতে হবে। সরকার এদেশের নারীদের অগ্রগতির জন্য তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে নিতে প্রশিক্ষণ, অর্থসংস্থান প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য লেখো।

ঘ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংগঠন কোনটি?
K অংশীদারি L একমালিকানা
M সমবায় N যৌথ মূলধনী

২. 'চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস' কথাটি কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
K একমালিকানা L অংশীদারি
M যৌথ মূলধনী N রাষ্ট্রীয় কারবার

৩. শেয়ার কেনার জন্য একজন ব্যক্তির সর্বনিম্ন বয়সসীমা কত হওয়া প্রয়োজন?
K ১৮ বছরের উর্ধ্বে L ১৯ বছরের উর্ধ্বে
M ২০ বছরের উর্ধ্বে N ২১ বছরের উর্ধ্বে

৪. বাংলাদেশ বিমানের সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য কার কাছে জবাবদিহি করতে হয়?
K দুদকের L জাতীয় সংসদের
M জাতিসংঘের N সুপ্রিম কোর্টের

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. সাজু ঔষধের ব্যবসায় করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে তার আশপাশের দোকানসহ তার দোকানের সব পুড়ে যায়। ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়াতে তার মনোবল ভেঙে পড়েছে।

৫. মি. সাজুর পরিচালিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের?
K কেনাবেচামূলক L সেবামূলক
M একমালিকানা N অংশীদারি

৬. বর্তমান পরিস্থিতিতে মি. সাজুর জন্য কোনটি বেছে নেওয়া যুক্তিগত?
i. নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পুনরায় ব্যবসায় শুরু করা
ii. ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পুনরায় এ ব্যবসায় করা
iii. নিজের সঞ্চিত অর্থ ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পুনরায় অন্য ব্যবসায় শুরু করা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. ঘুমন্ত অংশীদারের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
K দায় অসীম
L দায় সসীম
M ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেওয়া
N তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়বদ্ধতা

৮. যে ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক তা হলো—
i. অংশীদারি
ii. সমবায় সমিতি
iii. কোম্পানি সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. নিবন্ধনবিহীন অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন কত টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না?
K ১০০ L ৫০০
M ১০০০ N ২০০০

১০. যৌথ মূলধনী কোম্পানির মালিকরা লভ্যাংশ পায় কীভাবে?
K চুক্তি অনুযায়ী L শেয়ার অনুপাতে
M সমান অনুপাতে N আইন অনুযায়ী

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আশা ও প্রত্যাশা দুই বান্ধবী একটি কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করল। অন্যদিকে রোহান ও তার ছয় বন্ধু মিলে একটি কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। উভয়েই নিবন্ধনের অনুমতি পেয়ে আশা ও প্রত্যাশা তাদের কাজ শুরু করলেন কিন্তু রোহান ও তার বন্ধুরা কাজ শুরু করতে পারল না।

১১. আশাদের ব্যবসায়টি কোন ধরনের?
K অংশীদারি
L প্রাইভেট লি. কোম্পানি
M পাবলিক লি. কোম্পানি
N সমবায় সংগঠন

১২. রোহানদের ব্যবসায়ের কাজ শুরু করতে না পারার কারণ—
i. এটি পাবলিক লি. কোম্পানি
ii. এটি প্রাইভেট লি. কোম্পানি
iii. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র না পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৩. কোম্পানি সংগঠনের কোন দলিলটি সমবায় সমিতির উপবিধির অনুরূপ?
K বিবরণ পত্র
L স্মারকলিপি
M পরিমেল নিয়মাবলি
N কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র

১৪. দায় বিবেচনায় কোন ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?
K অংশীদারি L একমালিকানা
M সমবায় N যৌথ মূলধনী

১৫. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণসমূহ হলো—
i. নমনীয়তা
ii. গোপনীয়তা রক্ষা
iii. সমন্বিত প্রচেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কখন কাজ শুরু করে?
K আবেদনের পর
L নিবন্ধনের পর
M স্মারকলিপি তৈরির পর
N কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার পর

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সাজু, রাজু ও শিপু তিনজন মিলে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করলেও পরে শিপু অবসর নেয় এবং তার মূলধন 'লাভ হলে লাভ পাবে'-এ মতে ব্যবসায়ে থেকে যায়। তার অবসরের বিষয়টি জনসাধারণেও জানানো হয়নি।

১৭. শিপুকে কোন ধরনের অংশীদার বলা হবে?
K আপাতদৃষ্টিতে L নামমাত্র
M প্রতিবন্ধ N ঘুমন্ত

১৮. বাংলাদেশে কত সালের সমবায় বিধিমালা চালু করেছে?
K ২০০১ L ২০০৪
M ২০১০ N ২০১১

১৯. শেয়ার বিক্রি করতে পারে কোন কোম্পানি?
K প্রাইভেট লিমিটেড কোং
L সরকারি প্রতিষ্ঠান
M অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান
N পাবলিক লিমিটেড কোং

২০. রচডেল পরিচালনায় নীতি হিসেবে নেওয়া হয়—
i. গণতান্ত্রিক মানসিকতা
ii. পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ
iii. সততা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২১. সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল কোনটি?
K উপবিধি L চুক্তিপত্র
M বিবরণপত্র N সংঘস্মারক

২২. পল্লি উন্নয়ন একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
K ১৯১৮ L ১৯৪৯
M ১৯৫৯ N ১৯৬৯

২৩. জাতীয় সমবায় সমিতি কয়টি কেন্দ্রের সমবায় মিলে গঠিত?
K ৫টি L ১০টি
M ২০টি N ৩০টি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রসুলপুর গ্রামের দরিদ্র গৃহবধূরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। স্থানীয় এনজিও থেকে কিছু ঋণ নিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরি করে শহরে বিক্রি করেন। একদিন তাদেরই একজন সদস্য শহরে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়লে সম্পূর্ণ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে সকলে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখেন।

২৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতিটি কোন সমিতির অন্তর্ভুক্ত?
K বিত্তহীন L ভূমিহীন
M ব্যবসায়ী N কৃষি

২৫. উল্লিখিত সমিতিটি সফল হওয়ার কারণ—
i. পারস্পরিক আস্থা
ii. সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব
iii. গণতান্ত্রিক মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক ?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৬. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
K জনকল্যাণ L মুনাফা অর্জন
M কর আদায়
N বিদেশি সাহায্য আদায়

২৭. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র হতে পারে—
i. লিখিত
ii. নিবন্ধিত
iii. অলিখিত
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. কোম্পানির সংবিধান কোনটি?
K স্মারকলিপি
L নিবন্ধনপত্র
M কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র
N পরিমেল নিয়মাবলি

২৯. কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়া কয়টি?
K ৩টি L ৪টি
M ৫টি N ৬টি

৩০. কত সালের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালিত হয়?
K ১৯১৩ L ১৯৩২
M ১৯৯১ N ১৯৯৪

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ রিয়াজ তার পরিবারের বড় সন্তান। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ওপর। সংসারের অভাব দূরীকরণে সে অল্প পুঁজি নিয়ে একটি মুদি ব্যবসায় শুরু করে। তার ব্যবসায় ছিল কম ঝুঁকিপূর্ণ অথচ অসীম দায়সম্পন্ন।
ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ২টি পার্থক্য লেখো। ২
গ. রিয়াজের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অসীম দায়সম্পন্ন'— কথাটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ শিক্ষিত তরুণ তমাল বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে নিজ এলাকায় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি উৎপাদন মৌসুমে কৃষিজাত পণ্য গুদামজাত করে সারা বছর ধরে সরবরাহ করেন। এ বছর ফলন বেশি হওয়ায় হঠাৎ আলুর দাম কমতে থাকায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষিত আলু বিক্রি করে দেন।
ক. অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য কোথা থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে? ১
খ. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তমাল কী কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তমালের উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জনাব রোহান, রিমন ও জিহান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে মেসার্স পদ্মা এন্টারপ্রাইজ নামক একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন ছাড়াই ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। তিনজনের মূলধনের পরিমাণ সমান। তবে জনাব রিমন মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করে না। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির নগদ অর্থের সংকটের কারণে মেসার্স দেশ ট্রেডিং কোং-এর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকার পণ্য বাকিতে কেনে। কিন্তু পদ্মা এন্টারপ্রাইজ দেশ ট্রেডিং কোং-এর পাওনা টাকা পরিশোধে গড়িমসি করছে। তারা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নিবে।
ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১
খ. কোম্পানিকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংগঠন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রিমন কোন ধরনের অংশীদার? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে মেসার্স দেশ ট্রেডিং কোং পদ্মা এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে আদালতের মাধ্যমে পাওনা আদায় করতে পারবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪.▶ রাদিম, নাদিম ও হাসিব একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য। রাদিম ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করেন ও ব্যবসায় পরিচালনা ও অংশ নেন না। নাদিম মূলধন বিনিয়োগ করেন কিন্তু পরিচালনায় অংশ নেন না। হাসিব মূলধন বিনিয়োগ করেন না আবার পরিচালনায়ও অংশ নেন না। তবে ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। হঠাৎ রাদিম মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে কর্তব্য পালনে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হয়।
ক. প্রবর্তক কে? ১
খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে হাসিব কোন ধরনের অংশীদার ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত অংশীদারি ব্যবসায় টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৫.▶ বীথি, ইতি ও প্রীতি তিনজন ব্যবসায় করার জন্য পারস্পরিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। সকলে সমানভাবে ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগ করেন। তারা মুনাফা সমানভাবে ভাগ করে নিবেন। তিনজনই ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিবেন।
ক. ঘুমন্ত অংশীদার কে? ১
খ. নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আদালত কী কী কারণে উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটাতে পারে? লেখো। ৩
ঘ. চুক্তির ফলে উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায় যে সুবিধা ভোগ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ জনাব জামান আহমেদ প্রমিনেন্ট ও এ্যালিগেন্ট নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত। প্রমিনেন্ট প্রতিষ্ঠানটি ট্রেড লাইসেন্স এবং এ্যালিগেন্ট প্রতিষ্ঠানটি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিয়ে কাজ শুরু করে। দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। মেয়াদপূর্তিতে টাকা পরিশোধের জন্য প্রমিনেন্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক জনাব জামান আহমেদকে নোটিশ দেয়। এ্যালিগেন্ট এর ক্ষেত্রে মালিক জামান আহমেদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয়। দুটি প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে সচ্ছল।
ক. অংশীদারি চুক্তিপত্র কী? ১
খ. কোম্পানি গঠনতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত এ্যালিগেন্ট প্রতিষ্ঠানটি মালিকানাভিত্তিক কোন ধরনের ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব জামান আহমেদকে প্রমিনেন্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে ঋণদায় পরিশোধের নোটিশ দেওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ জনাব অনিন্দ ও তার ছয় বন্ধু একত্র হয়ে ৮০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে আনন্দ ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায় গঠন করেন। অনিন্দ ও তার বন্ধু শিপন পরিচালক নিযুক্ত হন। তাদের সঠিক পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি অল্প সময়ে সফল হয়। পরবর্তীতে তারা পরিচালকের সংখ্যা ও মূলধন বাড়ানোসহ ব্যবসায়টি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে তারা জনগণের মাঝে উচ্চহার সুদের ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের উদ্যোগ নেন।
ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী? ১
খ. কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যায়ের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর ৩
ঘ. উদ্দীপকে-১ম ও ২য় পর্যায়ের ব্যবসায়ের মধ্যে কোনটি অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ মি. সানি ও তার পাঁচজন বন্ধু মিলে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট একটি টেক্সটাইল কারখানা স্থাপন করেন। তাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাপ ছিল ৬০ কোটি টাকা। তাদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হওয়ায় তারা তা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাংক ঋণ নেওয়ার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তারা জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়।
ক. স্মারকলিপি কী? ১
খ. যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কোম্পানি? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহে করণীয় সুপারিশ করো। ৪

৯.▶ শাপলা গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থে একটি বিপণি বিতান গড়ে তুলেছে। এখানে তারাই মালিক তারাই ক্রেতা। নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে। প্রতি তিন বছর পর পর এ কমিটির নির্বাচন হয়। শেয়ার মূলধন যার যা-ই থাকুক না কেন সবাই সমানভাবে অংশ নেয়। তারা প্রতিষ্ঠানটির কারণে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।
ক. সমায়ের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. সমবায় সমিতির কোন নীতির কারণে শ্রমিকরা নির্বাচনে সমানভাবে অংশ নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সমবায় সমিতি গঠন করে শ্রমিকেরা কীভাবে উপকৃত হয় বলে তুমি মনে করো। ৪

১০.▶ জনাব তাপস তার ২০ জন বন্ধুকে নিয়ে আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। কার্যারম্ভের অনুমতি পাওয়ার পর একটি কাজ শুরু করে এবং প্রতিষ্ঠানটি সফলতা পায়। অন্যদিকে একটি আবাসিক এলাকায় ২০টি পরিবারের কর্তাব্যক্তি পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণের নিমিত্তে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদকের কাছ থেকে সরাসরি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে এনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন।
ক. অংশীদারি ব্যবসায়ের দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে কোনটি? ১
খ. নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব তাপস ও তার বন্ধুদের গঠিত সংগঠনটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন দুটির মধ্যে কোনটির মাধ্যমে সমাজের আয় বৈষম্য দূর করা সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ জনাব আশরাফ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ক বোর্ড সভার মাধ্যমে নেওয়া হয় এবং প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের সাথে নিজ নামেই চুক্তি করে। সেবার মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। দেশের সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়।
ক. চুক্তিপত্র কী? ১
খ. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আশরাফ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়' — বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১	L	২	L	৩	K	৪	L	৫	M	৬	K	৭	L	৮	M	৯	K	১০	L	১১	L	১২	L	১৩	L	১৪	L	১৫	K
১৬	L	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	N	২১	K	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	K	২৬	N	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	N